আ'লীগের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক হচ্ছেন জয়
তারেকের কৌশল নিয়ে মাঠে বিএনপি

ঢাকা, ৪মার্চ: রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচিত হচ্ছে দু'টি নাম। তাদের একজন প্রধানমন্ত্রী সজীব ওয়াজেদ জয় এবং অন্য জন বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান। জয় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভিশন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগান ধারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছেন। আর এক এগারোর পর নানামুখী অপপ্রচারের শিকার দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাবমূর্তি বিনির্মাণের অংশ হিসেবে তার সাংগঠনিক কৌশল এবং রাজনৈতিক দর্শন এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা আবারো শুরু করেছে বিএনপি। লন্ডনে চিকিৎসাধীন তারেক রহমানের ফিরে আসা খুব সহসা না হলেও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাকে অনেকটা দৃশ্যমানের মতো রাখার কৌশল নেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জয়ের আনুষ্ঠানিক আগমনকে কেউ কেউ তারেকের 'কাউন্টার' হিসেবে উল্লেখ করছেন। জয় আগামী দিনে আওয়ামী লীগের কর্ণধার হয়ে উঠতে পারেন এমন আলোচনাও রাজনৈতিক অঙ্গনে ঠাঁই পাচ্ছে। আওয়ামী লীগের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, জয়কে দলে পাকাপোক্ত করতে শিগগির তাকে প্রথম যুগ্ম সম্পাদক পদ দেয়া হতে পারে। এ লক্ষ্যে দলের হাইকমাণ্ডও নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছে।

জানা গেছে জয়ের আনুষ্ঠানিক আগমনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বে মিশ্র মনোভাব রয়েছে। দলের মধ্যে পজিটিভ প্রতিক্রিয়াই এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট। তবে মঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা শেখ রেহানাকে যারা শেখ হাসিনার বিকল্প ভেবে আসছিলেন, প্রকাশ্যের না হলেও তারা ভেতরে ভেতরে কিছুটা ক্ষুব্ধ। জয়কে ঘিরে ক্রমান্বয়ে তৈরি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি বলয়। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জয়ের আশীর্বাদপুষ্ট অনেক নেতা রয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাহবুবুল আলম হানিফ, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন ও সুজিত রায় নন্দি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে আপাতত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবেন সজীব ওয়াজেদ জয়। গত সপ্তাহে জয় রংপুর আওয়ামী লীগের সদস্যপদ লাভ করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এখন থেকে তার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে তিনি তার মেধা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাথে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় বিজয়ের পরই মুলত তিনি এ কাজে হাত দে। ক্ষমতায় আসার ১৪ মাস পর গত মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়নের (আইটিও) মহাসচিব ড. হামাডন আই টোরির উপস্থিতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রীপুত্র ও আওয়ামী লীগের নতুন সদস্য সজীব ওয়াজেদ জয়। সেই ধারণাপত্রে স্থান পেয়েছে ২০১২১ সালে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৯০ শতাংশ টেলিফোন গ্রাহক প্রবৃদ্ধি, ৪০ শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধা দান এবং ইন্টারনেট সুবিধা পেতে দেশের আট হাজার ৮০০ পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তরের পরিকল্পনা। আমেরিকা প্রবাসী জয়ের বাংলাদেশে অবস্থানকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ছাড়াও সাইবার নিরাপত্তা, ই-এডুকেশন, ই-স্বাস্থ্য, দুর্যোগে টেলি সুবিধাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে নীতিনির্ধারকরা জানিয়েছেন।

রাজনীতিতে জয়ের আগমনকে আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি স্বাগত জানিয়েছে অতীতের কথা 'স্মরণ করিয়ে দিয়ে। বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান যেমনটা বলেছেন, 'জয় একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনবেন এটাই আমরা আশা করছি।' তিনি এ-ও বলেন, জয় প্রথমবারের মতো দেশে আসার পর তারেক রহমান তাকে

ফুল দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়ার পর তারেক রহমানকে তারা স্বাগত জানানোর পরিবর্তে সমালোচনাই করেছিলেন। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বড় ছেলে তারেক রহমানকেই এখন বিএনপি'র আগামী দিনের কর্ণধার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। গত ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দলের পঞ্চম কাউন্সিলের পর তাকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে। বিএনপি বলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উপযুক্ত সময়ে দেশে ফিরে তিনি সাংগঠনিক ও